ECPAT International

ECPAT TAIWAN 台灣展翅協會

নির্দেশাবলী

শিশুদের যৌন নিগ্রহ সম্পর্কিত নীতি আধারিত গবেষণা

ডিসেম্বর, ২০১৯

এই প্রকাশনাটি সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন এজেন্সি এবং ওক ফাউন্ডেশন-এর আর্থিক সহযোগিতায় তৈরি হয়েছে।

একই সাথে তাইওয়ান রেনেসাঁ ফাউন্ডেশন-এর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ তাদের আর্থিক সাহায্যের জন্যে।

এখানে প্রকাশিত সকল মতামত একান্তই একপ্যাট ইন্টারন্যাশনাল-এর নিজস্ব। যারা এই প্রকাশনাটির জন্য আর্থিক সাহায্য করেছেন তারা এই বক্তব্যের সঙ্গে সহমত নাও হতে পারেন।

অলঙ্করণ ও বিন্যাস :
ম্যানিডানেবক্ল্যাং

এই পুস্তিকার অংশ বিশেষ পুনর্মুদ্রণ করতে চাইলে একপ্যাট ইন্টারন্যাশনাল-এর অনুমতি নিতে হবে। সাথে এই মূল নথি ও একপ্যাট ইন্টারন্যাশনাল-কে স্বীকৃতি জানানো আবশ্যক। যে পুস্তিকাতে এই পুস্তিকার অংশ বিশেষ পুনর্মুদ্রিত করা হবে, সেই পুস্তিকাটির একটি প্রতিলিপি একপ্যাট ইন্টারন্যাশনাল-কে দেওয়া বাধ্যতামূলক।

প্রস্তাবিত উদ্ধৃতি দান :
একপ্যাট ইন্টারন্যাশনাল. (২০১৯). শিশুদের যৌন নিগ্রহ সম্পর্কিত নীতি আধারিত গবেষণার নির্দেশাবলী. ব্যাংকক : একপ্যাট ইন্টারন্যাশনাল

অনুবাদ ও অলংকরণ - EQUATIONS

© একপ্যাট ইন্টারন্যাশনাল, ২০১৯

প্রকাশক :
ECPAT International
328/1, Phyaya Thai Road, Ratchathewi,
Bangkok, 10400 Thailand
ফোন : +৬৬২ ২১৫ ৩৩৮৮
www.ecpat.org
info@ecpat.org

স্বীকৃতিপত্র –

এই নির্দেশাবলী চুংচেং ইউনিভারসিটি – তাইওয়ান , একপ্যাট তাইওয়ান এবং একপ্যাট ইন্টারন্যাশনাল-এর নিরলস প্রচেষ্টার ফল। এই প্রকল্পে যুক্ত অংশীদাররা শিশুদের যৌন নিগ্রহ সম্পর্কিত গবেষণার নীতি অনুশীলনের উন্নতি ও অগ্রগতি সাধনের বিভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত।

যে কার্যনির্বাহী দল এই নির্দেশাবলী তৈরি করেছেন তাদের মধ্যে আছেন একপ্যাটের সদস্য সংস্থা গুলি এবং :

Amy Huey-Ling Shee (Chung Cheng University, Taiwan)
Mark Capaldi (Mahidol University)
Yi-Ling Chen (ECPAT Taiwan)
Chia-Wei Lin (ECPAT Taiwan)
Carrie van der Kroon (Defence for Children-ECPAT, Netherlands)
Tufail Muhammad (Pakistan Pediatric Association)
Joyatri Ray (EQUATIONS, India)
Barima Amankwaah (GNCRC, Ghana)
Morenike Adeoye-Omaiboje (Women's Consortium of Nigeria)
Erika Georg-Monney (ECPAT Germany)
Mark Kavenagh (ECPAT International)

এছাড়াও আমরা ধন্যবাদ জানাই অসংখ্য শিক্ষাবিদ এবং মাঠে নেমে কাজ করা সেই সব অভিজ্ঞ কর্মীদের যারা গত এক বছর (২০১৯) ধরে এই দুটি খসড়ায় তাদের বিস্তৃত মতামত জানিয়েছেন।

সূচিপত্র

ভূমিকা		২
নীতি নির্দেশিকা		৩
প্রথম ধাপ:	শিশুদের গবেষণায় জড়িত করার প্রয়োজন আছে কি ?	৪
দ্বিতীয় ধাপ :	নীতিসমূহ	৫
১. শিশুদের প্রকৃত অংশগ্রহণ		৬
২. পদ্ধতি নির্ধারণ		৮
৩. অবহিত সম্মতি		১০
৪. ব্যক্তিগত এবং গোপনীয়তা বজায় রাখা		১২
৫. নির্যাতন ও শোষণের ঘটনার প্রতি সন্দেহ ও তার প্রকাশ		১৪
৬. পারিশ্রমিক এবং ক্ষতিপূরণ		১৬
৭. স্বার্থের সংঘাত		১৮
তৃতীয় ধাপ :	ক্ষতি এবং লাভ-এর বিশ্লেষণ	২০
চতুর্থ ধাপ :	তৃতীয় পক্ষের দ্বারা পর্যালোচনা	২১
সংযুক্তি : ক্ষতি এবং লাভ-এর সারণী		২২

ভূমিকা

শিশুদের যৌন নিগ্রহ সংক্রান্ত গবেষণা করার সময়ে নানারকম নীতিগত প্রশ্ন ও দ্বিধার মুখোমুখি হতে হয়। এর মধ্যে বেশ কিছু প্রশ্ন যে কোনো মানুষ বা দুবকিল-রেিথণীর ওপর গবষেণার ে তেরথ যা পরথথিন ওঠে সেইরকমই; কিনথতু কিছু পরথথিন বআার বশিষে ভাে ব যেবী ন নিগৃহীত শিশুদের ে তেরথ পরথযোজ্য (পযকিালোচনার জন্যরেথষথব্য: Ethics of Research on Sexual Exploitation Involving Children)। এই পুশিতকাশট ওই সকল নীতি সং নথত পরথথিনর আলোচনার ে তেরথ সাহায্য করবে বশিষে করে যারা এই ে তেরথ গবষেণায় লিপথত (পরথধান গবষেক থেকে তথ্য সংগরথহকারীতাদের সকলকেই)।

এই নির্দেশাবলী টি সহজ ও ব্যবহারযোগ্য যাতে হয় সেই চেষ্টা করা হয়েছে। ১গবেষণার ধারাবাহিকতাটি 'যা অনুচিত' তা থেকে 'যেমন ভালভাবে হওয়া উচিৎ'-এর ওপর হতে পারে। এই নির্দেশাবলীটি আপনার গবেষণাকে আরও উন্নত করতে সাহায্য করবে – যাতে সবচেয়ে ভালভাবে হয়।

এই নির্দেশাবলীটি আপনাকে আপনার গবেষণা প্রকল্পটির রূপরেখা তৈরী করার জন্যে সঠিকভাবে ভাবতে সাহায্য করবে। নির্দেশাবলীর প্রথম ধাপে শিশুদের আপনার গবেষণায় অংশগ্রহণ করাবেন না কি করাবেন না সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সম্ভাব্য গবেষণাটিতে শিশুদের প্রকৃত অংশগ্রহণ করার অধিকার এবং অংশগ্রহণ করার ফলে কোনোপ্রকার বিপদ ও সে ক্ষেত্রে আপনার দায়িত্ব এর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতেও এই নির্দেশাবলীটি আপনাকে সাহায্য করবে। শিশুরা গবেষণায় নানা ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে – যেমন, তারা শুধুমাত্রই অংশগ্রহণকারী হতে পারে অথবা কখনো সহ-গবেষক হিসেবেও থাকতে পারে। এমনকি আপনি শিশুদের সরাসরি জড়িত না করেও শিশুদের ওপর যৌন নিগ্রহ নিয়ে গবেষণা করতে পারেন।

প্রথম ধাপ সম্পূর্ণ করতে পারলে নির্দেশাবলীটি আপনাকে প্রস্তাবিত গবেষণার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। দ্বিতীয় ধাপে থাকবে সাতটি নীতি সংক্রান্ত বিষয় যা আপনার গবেষণাটির রূপরেখা রূপায়ন ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ভাবতে সাহায্য করবে।

প্রথম ধাপ	:	***শিশুদের গবেষণায় জড়িত করার প্রয়োজন আছে কি?***
দ্বিতীয় ধাপ	:	***নীতি সমূহ***
তৃতীয় ধাপ	:	***ক্ষতি এবং উপকারের বিশ্লেষণ***
চতুর্থ ধাপ ৪	:	***তৃতীয় পক্ষ'র দ্বারা পর্যালোচনা***

সাতটি নীতি সংক্রান্ত বিষয়ের ওপর আপনার গবেষণা সম্পূর্ণ করতে গেলে সম্ভাব্য ক্ষতি ও লাভের একটি বিশ্লেষণ আছে এই নির্দেশাবলীর তৃতীয় ধাপে। এটি সম্পূর্ণ করলে, আপনার গবেষণাটি কে নীতি আধারিত করতে গেলে যে সকল বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া দরকার, সেই সম্বন্ধে একটি সহজ নির্দেশ দেওয়া হবে। এছাড়াও আপনার গবেষণা প্রকল্পটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে যে সকল নীতি সমূহর দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন, সে ক্ষেত্রেও নির্দেশাবলীটি আপনাকে সাহায্য করবে।

সব শেষে চতুর্থ ধাপ হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় যা থেকে আপনি শিখবেন কি ভাবে নিখুঁত নজরদারি ও তৃতীয়-পক্ষর (বাইরের বিশেষজ্ঞ) দ্বারা পর্যালোচনা ও পরীক্ষা পদ্ধতি নিশ্চিত করা যায়। বাইরের বিশেষজ্ঞদের সাথে আপনার গবেষণা প্রকল্পটি আলোচনা করার সুবিধেটা হল - আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার বিশ্লেষণ করা সম্ভাব্য ক্ষতি ও লাভের সাথে তিনি একমত কিনা। তাঁর মতামত এর মাধ্যমে হয়ত সম্ভাব্য লাভটা আরও একটু বাড়ানো বা সম্ভাব্য ক্ষতি আরও একটু কমানোটাও সম্ভব হবে।

এই নির্দেশাবলীটি শুধু মাত্র একটি তালিকা নয় যা একবার দেখেই সরিয়ে রাখা যাবে। আপনার গবেষণা প্রকল্পের রূপায়ন ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এটিকে নিয়মিত ব্যবহার করতে হবে যাতে আপনি গবেষণার সঠিক পথে থাকতে পারেন এবং যে সকল নীতি আধারিত পদক্ষেপ নিয়েছেন সেগুলির প্রতি সজাগ থাকতে পারেন।

১ এই নির্দেশাবলীটি কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গবেষণার জাতীয় নিয়াবলীর বিকল্প নয়। এটি যৌন নিগ্রহের ওপর গবেষণার ক্ষেত্রে কিছু বাস্তব বিষয়ে পথ দেখায়। কোনো প্রশ্নের 'উত্তর' এর মধ্যে খুঁজলে হয়তো পাবেন না, কিন্তু আপনার মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রে আপনার নিজের প্রশ্নের উত্তর যাতে আপনি নিজেই খুঁজে পেতে পারেন , তা শেখাবে এই নির্দেশাবলীটি।

নীতি নির্দেশিকা

দ্য ইউএন কনভেনশন অন দ্য রাইটস অফ দ্য চাইল্ড (UNCRC) –এর চারটি প্রধান নীতি আছে যা আমাদের শেখায় - শিশুদের অধিকারকে কিভাবে মান্যতা দিতে হবে। শিশুদের যৌন নিগ্রহ বিষয়ক গবেষণার বিন্যাস ও রূপায়ন করার ক্ষেত্রে এই নীতিগুলিকেই মাথায় রাখতে হবে।

বৈষম্য না করা

শিশুদের বিরুদ্ধে কোনোরকম বৈষম্য হওয়া উচিত নয় (UNCRC, আর্টিকেল ২)। "প্রতিটি শিশুর নিজস্ব মত প্রকাশের স্বাধীন অধিকার আছে এবং সেই মতকে তাদের জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক ও অন্যান্য মতবাদ, রাষ্ট্রীয়, জাতিগত ও সামাজিক উৎস, ধন-সম্পদ, অক্ষমতা, জন্ম ও অন্যান্য মর্যাদার প্রতি কোনোরকম বৈষম্য না দেখিয়ে যথাযথ ভাবে প্রাধান্য দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে।" ২

শিশুদের সর্বোত্তম স্বার্থ

যা থেকে শিশুদের সবচেয়ে ভাল হয়, সেগুলিই প্রধান বিবেচ্য হওয়া উচিৎ (UNCRC, আর্টিকেল ৩)।

জীবন, বেঁচে থাকা এবং উন্নতি

রাষ্ট্রকে এটি নিশ্চিত করতে হবে যাতে শিশুদের সুস্থভাবে বেঁচে থাকা এবং উন্নতির সর্বোচ্চ প্রসার সম্ভব হয় (UNCRC, আর্টিকেল ৬)।

অংশগ্রহণ

যে শিশু নিজের মত গঠনে সক্ষম, সেই শিশু'র, তার সঙ্গে জড়িত সকল বিষয়ে অবাধে মতামত প্রকাশের অধিকার আছে এবং শিশুটির সেই মতামতকে তার বয়স এবং পরিপক্কতা অনুযায়ী যথাযথ ভাবে মর্যাদা দিতে হবে (UNCRC, আর্টিকেল ১২)।

এছাড়াও আরও দুটি নীতি আছে যা মানব-সংক্রান্ত সকল গবেষণার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে মানতে হয়। সুতরাং সেগুলি শিশুদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য :

ক্ষতি হ্রাস করা

ক্ষতি সাধন না করার নীতি (সহজ কথায় ক্ষতি না করা) এটাই বলে যে গবেষকরা জেনে বুঝে বা না বুঝে, শিশুদের কোনো প্রকার ক্ষতি বা আঘাত করবে না। যদি উল্লেখযোগ্য ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, সে ক্ষেত্রে গবেষণা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিৎ নয়। এ কথা সবাই মানবেন যে এই বিষয়ের ওপর গবেষণার ক্ষেত্রে "কোনোরকম ক্ষতি" হবেনা এটা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। যদিও, সম্ভাব্য ক্ষতিগুলি আগে থেকে ভেবে রাখা এবং সেইমত পরিকল্পনা বা কৌশল ঠিক করে রাখাটাই জরুরী, যাতে ক্ষতিগুলিকে এড়ানো যায়। এই নীতি অনুযায়ী এটা গবেষকের কর্তব্য যে তার গবেষণার মধ্য দিয়ে শিশুদের মর্যাদা, অধিকার এবং কুশল সাধনের প্রচেষ্টা করা। ৩

সম্মান

এই নীতি অনুযায়ী, বৃহত্তরভাবে - ব্যক্তিগত, সম্পর্কজনিত, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আইনি এবং পরিবেশ সংক্রান্ত ক্ষেত্রে শিশুদের মতামত জানানোর অধিকার আছে। এই নীতিটি অশগ্রহণকারী শিশুদের মর্যাদা ও ক্ষমতার সম্মান করে এবং শিশুরা গবেষণার ব্যাপারে সম্পূর্ণ অবগত থাকা অবস্থায় গবেষণায় মত দেবে কিনা তাও নির্দেশ করে।

---

২ Committee of the Rights of the Child, (2009). *General comment 12: The right of the child to be heard*. Parag 70.

৩ Graham, A., Powell, M., Taylor, N., Anderson, D. & Fitzgerald, R. (2013). *Ethical Research Involving Children*. Florence: UNICEF Office of Research – Innocenti; UNICEF (2015) *Procedure for Ethical Standards in Research, Evaluation and Data Collection and Analysis*. Florence: UNICEF Innocenti Office of Research; Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) & World Health Organization (WHO). (2016). *International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Humans*, Geneva: CIOMS.; United States. (1979). *The Belmont Report: Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human Subjects of Research*. Bethesda: The Commission, Academy of Social Sciences.

প্রথম ধাপ : শিশুদের গবেষণায় জড়িত করার প্রয়োজন আছে কি?

প্রথম ধাপে এটা দেখার বিষয় যে শিশুরা আপনার গবেষণা প্রকল্পে সরাসরি অংশগ্রহণ করবে কি না। একটি শিশু যৌন নিগ্রহের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য দিতে পারে এবং তার কথা শোনা হবে , যেটা তার অধিকার, এর সঙ্গে শিশুর সম্ভাব্য বিপদের কথা মাথায় রেখে একটি ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দিন :

		হ্যাঁ ✓	না ✗
ক	প্রসঙ্গ ও পুস্তিকাটি বিস্তারিত ভাবে পাঠ করে আপনি নিশ্চিত যে , আপনার গবেষণার প্রশ্নের উত্তর দিতে এমন তথ্য, আগে থেকেই মজুত নেই		
খ	বিবেচনা করে দেখে আপনি নিশ্চিত যে তথ্য সংগ্রহ করার আর অন্য কোনো উপায় নেই শিশুদের প্রশ্ন করা/ জড়িত করা ছাড়া (যেমন, দ্বিতীয় কারো কাছ থেকে তথ্য নেওয়া, কোনো কেস ফাইল থেকে তথ্য নেওয়া বা আঠেরো বছর বা তার অধিক কোনো যুবক/যুবতীর সাক্ষাৎকার নেওয়া)		
গ	সাবধানে বিবেচনা করে আপনি আত্মবিশ্বাসী যে শিশুদের ওপর কোনোরকম দায়িত্ব বা কাজের বোঝা চাপানো হবে না (যেমন, স্কুলে না যাওয়া, অতিরিক্ত কাগজপত্র সংক্রান্ত কাজ সম্পাদন করা)		
ঘ	সাবধানে বিচার করে ও বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনা করে আপনি নিশ্চিত যে শিশুরা যদি গবেষণায় অংশগ্রহণ করে তবে তাদের শারীরিক ক্ষতির কোনো ঝুঁকি থাকবে না		
ঙ	এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং এই প্রকার বিপদ কাটিয়ে ওঠা মানুষদের সাথে আলোচনা করে আপনি নিশ্চিত যে আপনার গবেষণায় অংশ নেওয়ার ফলে শিশুদের কোনো রকম মানসিক ক্ষতি বা চাপের শিকার হতে হবে না		
চ	গবেষণায় এমন শিশু উপযোগী প্রকল্প থাকবে যাতে অংশগ্রহণকারী শিশুদের দের মানসিক আঘাত সম্বন্ধে সচেতন করা হবে এবং প্রয়োজনে মানসিক স্বাস্থ্যের জন্যে সাহায্য করা হবে।		

! এই প্রশ্ন গুলি তে , যদি আপনার কোনো উত্তর "না" হয়, তাহলে বর্তমান রূপরেখা অনুযায়ী, গবেষণায় শিশুদের জড়িত করা উচিত হবে না। সে ক্ষেত্রে গবেষণার রূপরেখায় পরিবর্তন এনে এটি পুনর্বিবেচনা করার এবং সমস্যাগুলির প্রতি নজর দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে।

যদি আপনার সব উত্তর "হ্যাঁ" হয়, দ্বিতীয় ধাপে এগিয়ে যান।

দ্বিতীয় ধাপ :

নীতি বিষয় সমূহ

পরের পাতা গুলিতে সাতটি নীতি'র বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যার মধ্যে একটি করে সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে ও কয়েকটি 'নীতি কার্য সমূহ (নীতি আধারিত কর্ম পদ্ধতি) ব্যখা করা হয়েছে যা আপনাকে সম্পূর্ণ করতে হবে।

ওই সাতটি বিষয় ভাল করে পড়ে , বুঝে, প্রয়োজন অনুসারে আপনার গবেষণার রূপরেখার সংশোধন করুন ।

১. শিশুদের যথার্থ অংশগ্রহণ

যৌন নিগ্রহের ওপর গবেষণার ক্ষেত্রে শিশুদের জড়িত থাকাটা তাদের নিজেদের ও অন্যান্যদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

শিশুরা হয়তো তাদের সর্বোত্তম স্বার্থে চাইতেই পারে যে তাদের মনোভাব ও অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তাদের প্রশ্ন করা হোক। তারা যে পরিমণ্ডলে বাস করে সেখানে যে ধরনের বিষয় নিয়ে কথা বলা বা আলোচনা করা যায় না সেই সব স্পর্শকাতর বিষয়ে একজন প্রাপ্তবয়স্ক বন্ধুর মতো মানুষের সাথে আলোচনা করতে তাদের ভাল লাগতেই পারে।

যদি কোনও শিশুর কোনও ক্ষতি হবে না এটাকে নিশ্চিত করে এই ধরনের শিশু-সংক্রান্ত গবেষণা করা যায় তাহলে, সমাজে "মুখ বুজে মেনে নেওয়া"র যে প্রবণতা (যার ফলে নির্যাতন আরও বাড়ে) তাকে চ্যালেঞ্জ করা যাবে। এর ফলে শিশুর অংশগ্রহণের অধিকারটি বাস্তবায়িত হবে ও শিশুর কন্ঠস্বর টি শোনা যাবে।

নীতি আধারিত কার্য-সমূহ

১.১ গবেষণার বিষয়বস্তু, গবেষণায় তার ভূমিকা ও প্রত্যাশা এবং তার ওপরে গবেষণার সম্ভাব্য ফলাফল কি হতে পারে এই সকল বিষয়ে শিশুটিকে যথাযথ ও তার বয়সোপযুক্ত তথ্য দেওয়া সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন যাতে শিশুটি গবেষণায় অংশগ্রহণ করবে কিনা সে ব্যাপারে জেনে-বুঝে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এটিও নিশ্চিত করা প্রয়োজন যে তথ্যগুলি যেন নির্দিষ্ট শিশুর প্রয়োজন-অনুযায়ী হয় (যেমন, যে সকল শিশু অশিক্ষিত, যে শিশু বধির, একটি চার বছরের শিশু বনাম ষোলো বছরের কিশোরের প্রয়োজন ইত্যাদি)।

১.২ গবেষণাটির নিয়মাবলী ও উদ্দ্যেশ্যর ওপর নির্ভর করে গবেষণাটির রূপরেখা। তাই এই নিয়মাবলী ও উদ্দ্যেশ্য স্থির করার সময়ে শিশুর সামাজিক প্রেক্ষাপটের কথাটি মাথায় রাখতে হবে। হয়তো প্রকল্পটিই একটি সংঘাতের বাতাবরণ সৃষ্টি করবে (যেমন, হয়তো গবেষণার বিষয়টি ওই সমাজের একটি প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে যেতে পারে বা ওই বিষয়ে আলোচনাও নিষিদ্ধ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে)। যদি গবেষণার স্বার্থে, এই ঝুঁকিটি নিতে হয় তাহলে এটি অংশগ্রহণকারীদের ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার।

১.৩ শিশুটির মা-বাবা অথবা তার দেখাশোনা করার কোনো ব্যক্তি-কে গবেষণার বিষয়বস্তু, কিভাবে গবেষণার ফলাফল ব্যবহৃত হবে, শিশুটির ভূমিকা ও প্রত্যাশা এবং শিশুটির ওপর গবেষণার ফলাফলের প্রভাব এই সকল বিষয়ে যথেষ্ট তথ্য দিতে হবে যাতে তারা গবেষণায় যোগদান করবে কিনা সে বিষয়ে জেনে-বুঝে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

১.৪ শিশুরা কিভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে সেটা ভালভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। যেমন , শুধুমাত্র প্রশ্নের উত্তরদাতা হিসাবে তারা যোগ দিতে পারে অথবা এটাও বিবেচনা করা যেতে পারে যে তাদেরকে আরও গভীরভাবে গবেষণা পরিচালনা বা তার রূপরেখা তৈরীর কাজে নিয়োগ করা নিরাপদ বা যথাযথ হবে কি ? (যেমন, কোনো যুবক-যুবতী, যারা শৈশবে নির্যাতনের শিকার হয়েছে, তারা খুব ভাল ভাবে তথ্য যোগাড় করতে পারে)।

শিশুদের যুক্ত করার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে : তারা শুধুই গবেষকদের প্রশ্নের উত্তরদাতা হতে পারে অথবা তারা সহ-গবেষক হিসাবেও গবেষণার রূপরেখাটি প্রভাবিত করতে পারে ও তথ্য সংগ্রহ এবং/অথবা বিশ্লেষণের কাজ করতে পারে। দ্য কমিটি অন দ্য রাইটস অফ দ্য চাইল্ড শিশুদের যথার্থ যোগদান নিশ্চিত করতে পাঁচটি ব্যবহারিক উপাদান সুপারিশ করে : যথেষ্ট তথ্য সরবরাহ করা, যোগদান করতে সুযোগ দেওয়া, শিশুটিকে ঐকান্তিকভাবে গ্রহণ করা, ফলাফল কি হবে তা শিশুটিকে জানানো, যখন শিশুটি মনে করবে তাদের মতামতকে সঠিকভাবে তুলে ধরা হচ্ছে না তখন প্রতিক্রিয়া দেওয়ার বা অভিযোগ করার সুযোগ দেওয়া। [৪]

এই বিষয়ের অন্তর্গত নীতি কার্য-সমূহ 'সঠিক স্বার্থ', 'অংশগ্রহণ' এবং 'ক্ষতি হ্রাস' –এর নির্দেশক নিয়মাবলীর মধ্যে সমতা বজায় রাখতে প্রচেষ্টা করে। কিছু ক্ষতি মেনে নেওয়া যেতে পারে যদি তা অংশগ্রহণের অধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। যাই হোক, গবেষকদের অবশ্য কর্তব্য শিশুদের ও তাদের দেখাশোনা করার ব্যক্তিদের সেই সব তথ্য সরবরাহ করা, যাতে তারা তাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

১.৫

যোগদানের পরিস্থিতি (যেমন, পরিবেশ, স্থান, যোগদানের আমন্ত্রণ, সময় এবং ঘন্টা) যাতে সহজ এবং শিশু-উপযুক্ত হয় তা সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন।

১.৬

শিশুটিকে যাতে ঐকান্তিক ভাবে গ্রহণ করা হয় তা সুনিশ্চিত করা আবশ্যক। এর মধ্যে থাকবে রূপরেখা তৈরীর সময়ে শিশুরা কিভাবে এবং কি শর্তে অংশগ্রহণ করতে চায়, তার প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ করা। যদি সম্ভব/কাম্য হয় তাহলে গবেষণার রূপরেখা কি হবে বা শিশুদের সাথে তা তৈরী করা যায় কিনা, তার ওপর শিশুদের প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ করা প্রয়োজন।

১.৭

গবেষণার ফলাফল কি হবে তা শিশুটিকে খুব ভালভাবে জানানো প্রয়োজন।

১.৮

শিশুদের যৌন নিগ্রহের ক্ষেত্রে যথেষ্ট শারীরিক ও মানসিক সুরক্ষার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন।

3 Committee of the Rights of the Child, (2009). *General comment 12: The right of the child to be heard*. Parag 21 and Lansdown G.I., (2005). *The evolving capacities of the child*. Innocenti Research Centre, UNICEF/Save the Children, Florence.

২. পদ্ধতি নির্ধারণ

এই অধ্যায়টি যে সকল নীতির ওপর আলোচনা হয়েছে সেগুলি আপনি যৌন নিগ্রহ বিষয়ক গবেষণায় শিশুদের সাথে কথোপকথনের সময়ে বিবেচনা করবেন।

নীতি আধারিত কার্য-সমূহ

২.১ আপনার যে জনগোষ্ঠীতে কাজ করবেন তারা যে ভাবে বিষয়গুলি (বয়স, লিঙ্গ ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত) বর্ণনা করবে, আপনার তথ্য সংগ্রহের ভাষা যেন তেমনই হয় ও তার প্রতি কোনো ছুৎমার্গ না থাকে।

২.২ আপনি যে ভাষা ব্যবহার করবেন তা যেন শিশুদের মধ্যে এই বোধ না জাগায় যে তারা পরিস্থিতির শিকার, এমনও না ভাবায় যে তারা নিজেরা কোনো খারাপ কাজ করেছে অথবা তা যেন তাদের বিরূপ করে না তোলে।

২.৩ গবেষক দলটির প্রয়োজনীয় দক্ষতা আছে (যেমন, শিশুদের উন্নতি, যৌন নিগৃহীতদের প্রতি সংবেদনশীল ও মানসিক-আঘাত সংক্রান্ত অনুশীলন, শিশুদের সাথে যোগাযোগ করা, প্রাসঙ্গিক আইনী বিধান বিষয়ক)।

২.৪ আপনি অংশগ্রহণকারী ও তথ্য সংগ্রাহকদের লিঙ্গ বিবেচনা করেছেন।

২.৫ আপনি এমন একটি পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন যাতে অংশগ্রহণকারী শিশুদের ওপর আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট , জাতি/ উপজাতি ইত্যাদির প্রভাব পড়বে না ও তথ্য সংগ্রহ করার পরিবেশটি শিশুর জন্যে উপযোগী হবে ও শিশু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।

২.৬ আপনি অংশগ্রহণকারীদের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতে বা মানসিক আঘাতের ক্ষেত্রে সাহায্য করতে কোনো মনোবিজ্ঞানী বা মানসিক আঘাত ও নিগ্রহ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে (প্রয়োজনে গবেষণা দলের বাইরে থেকে) নিয়োজিত করবেন।

২.৭ আপনার গবেষণায় তথ্য সংগ্রাহকদের আপনি এমন প্রশিক্ষণ দেবেন যাতে শিশুদের ভাষা, হাব ভাব, ইঙ্গিত ইত্যাদির মাধ্যমে তাঁরা বুঝতে পারেন যে আপনার নির্বাচিত পদ্ধতির ফলে কোনো ক্ষতি ঘটার সম্ভাবনা আছে কি না।

২.৮ আপনি তথ্য সংগ্রাহকদের প্রশিক্ষণ ও চরিত্রাভিনয়ের (Role Play) মাধ্যমে এমনভাবে মূল্যায়ন করেছেন যাতে তারা শিশুর সাথে যোগাযোগ করার সময়ে (বিশেষ করে নির্যাতিত হয়েছে এমন শিশু) পক্ষপাতিত্ব না করা বা খারাপ ভাষার ব্যবহার না করা ইত্যাদি বিষয়গুলির ব্যাপারে সচেতন হয়েছেন।

২.৯ আপনি তথ্য সংগ্রাহক নির্বাচনের ক্ষেত্রে আপনার শিশু সুরক্ষা সংক্রান্ত নীতি এবং পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন।

গবেষণার পদ্ধতিটির মধ্যেই অনেক বিপদ এর সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে, এগুলি বিভিন্ন রকম হতে পারে যেমন ভাষার প্রয়োগ (যা হয়তো অশালীন বা অন্যের দিকে আঙ্গুল তুলছে)। যদি তথ্যসংগ্রাহক ও অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বয়সের তফাত বেশি হয় বা তারা বিপরীত লিঙ্গর হয় তাহলে শিশুদের কথা বলতে অস্বস্তি হতে পারে। শিশুদের প্রতি যেন আগে থেকেই কোনো ধারনা করে রাখা না হয়, শিশুদের প্রতি বড়দের আচরণ যেন কর্তৃত্বপূর্ণ না হয়। শিশুদের যেন এই ধারনা তৈরি না হয় যে গবেষক দল সব সমস্যার সমাধান করে দেবেন।

২.১০ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিটি শিশুদের (একা বা একদল) স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারে, তাতে কোনো পক্ষপাত না থাকে এবং তথ্য দেওয়ার জন্যে কোনোও রকম চাপ সৃষ্টি করে না।

২.১১ গবেষণার জন্য একটি উপযুক্ত জায়গা ও অবস্থান, অংশগ্রহণকারী শিশু/শিশুদের সাথে একমত হয়ে নির্বাচন করাই শ্রেয়।

২.১২ আলোচনার সময়ে , ঘরে কারা কারা উপস্থিত থাকবে তা বিবেচনা করা প্রয়োজন। জায়গাটি যদি ব্যক্তিগত স্থান হয়, তা যেন সুরক্ষার সব নীতি মেনে নির্বাচিত হয় (সকলের দৃষ্টিগোচর থাকা, শিশুদের সাথে একা প্রাপ্তবয়স্কদের না রাখা)। একজন প্রাপ্তবয়স্ক হিসাবে কোনো শিশুর সাথে একা থাকাটা এড়িয়ে চলা প্রয়োজন এবং ঘরটি যেন বন্ধ না থাকে বা অন্যের দৃষ্টির আড়ালে না হয় তা সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন।

২.১৩ অংশগ্রহণকারী শিশুটির যাতায়াতের একটা সম্ভাব্য খরচ ধরে রাখতে হবে এবং তা হিসেব মত দিয়ে দিতে হবে।

২.১৪ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিটি এমন হওয়া উচিত যাতে অংশগ্রহণকারীর পছন্দ অনুযায়ী, এবং তাদের বয়স ও পারদর্শিতার কথা মাথায় রেখে দরকার মতো বদলানো যেতে পারে।

২.১৫ শিশু নিগ্রহ সংক্রান্ত অভিযোগ থাকলে তা পেশ করার সমস্ত প্রাসঙ্গিক আইন এবং বিধি অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করতে হবে। যদি বাধ্যতামূলক প্রতিবেদন পেশ করা (Mandatory Reporting)আপনার গবেষণায় প্রযোজ্য হয়, তাহলে অংশগ্রহণকারীদের সম্মতি ও অনুমোদন নেওয়ার আগেই সেই বিষয়ে তাদের সচেতন করে দেওয়া প্রয়োজন এবং কি ভাবে প্রতিবেদন তৈরী হবে ও শিশুটি এই সকল পদ্ধতির অন্তর্গত হবে কি হবে না তারও ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। এই পুরো প্রক্রিয়াটিতে শিশুটির নিরাপত্তাজনিত কোনো বিধি আছে কিনা, তা বিবেচনা করা প্রয়োজন।

২.১৬ জেনে-বুঝে মতদান (Informed Consent) এর পদ্ধতিটি গবেষণা দল কিভাবে শিশু দের সঙ্গে যুক্ত হবে তা বুঝিয়ে দেয়। এবং কোন কোন সময়ে একান্ততা ও গোপনীয়তা (Privacy and Confidentiality)বজায় রাখা যাবে বা যাবে না তা বুঝিয়ে দেয়। (যেমন, বাধ্যতামূলক প্রতিবেদন পেশ করা)

২.১৭ গবেষণার চূড়ান্ত প্রতিবেদনে পদ্ধতি প্রণালীর ওপর একটি অধ্যায় রাখতে হবে এবং এতে গবেষণার রূপরেখা, ব্যবহৃত সরঞ্জাম, গবেষণার সীমাবদ্ধতা এবং নীতি সমূহকে বিশদভাবে ব্যাখা করতে হবে।

২.১৮ এমন একটি পদ্ধতি শনাক্ত করা প্রয়োজন যাতে অংশগ্রহণকারীরা গবেষণার ফলাফল সম্পর্কে তাদের মতামত দিতে পারে (যেমন,শিশুরা যাতে বুঝতে সেই রকম ভাবে একটি প্রতিবেদন তৈরি করে শিশুদের দিতে হবে)।

৩. অবহিত সম্মতি

'সম্মতি'-র অর্থ হল আপনার প্রকল্পে অংশগ্রহণ করার আনুষ্ঠানিক অনুমতি নেওয়া। কিছু কিছু দেশে ১৮ বছরের নিচে কোনো ব্যক্তিকে নিয়ে গবেষণা করতে হলে আইনি সম্মতির প্রয়োজন হয়। শিশু সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে সাধারণত মা-বাবা অথবা দেখাশোনা করেন এমন কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে সম্মতি নেওয়া প্রয়োজন, কারন আইনের চোখে শিশুরা নিজেদের অনুমতি দিতে যথেষ্ট পরিণত বলে বিবেচিত হয় না। যেসব শিশু অতিরিক্ত বিপদের মধ্যে আছে (যেমন, যারা যৌন নিগ্রহের শিকার) প্রায়ই তাদের মা-বাবা ছাড়াও অন্য কোনো প্রাপ্তবয়স্করা ব্যক্তি তাদের দেখাশোনা করেন। এই ব্যক্তির ওপর শিশুটির আইনি দায়িত্ব দেওয়া আছে, (যদিও কোনো কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে[৫] এর ব্যতিক্রম হয় এবং কিছু সম্ভাব্য পরিস্থিতিতে অভিভাবক নিজেই যৌন নিগ্রহ করতে পারেন), তার কাছ থেকে সম্মতি নেওয়াটাই সবসময়ে নৈতিক কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়।

কিছু ক্ষেত্রে, যেখানে শিশুটি স্বাধীনভবে বসবাস করে (যেমন, কর্মরত, বাড়ী ছেড়ে অন্যত্র বাস করা, রাস্তায় বসবাসকারী) এবং যথেষ্ট পরিণত বলে বিবেচিত, সে ক্ষেত্রে মা-বাবা অথবা অভিভাবকের সম্মতির প্রয়োজন হয়তো দরকার পড়ে না। কিন্তু খুব সাবধানের বিবেচনা করে এবং বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন।

নীতি আধারিত কার্য-সমূহ

৩.১ আপনার দেশের শিশু/তাদের মা-বাবা অথবা দেখাশোনা করেন এমন ব্যক্তিদের কাছ থেকে অবহিত সম্মতি নিতে কোনো আইন আপনার দেশে আছে কিনা দেখে নিন।

৩.২ মা-বাবা অথবা দেখাশোনা করার ব্যক্তিদের (যদি তারা পড়াশুনো না জানেন) থেকে অবহিত সম্মতি নিতে একটি নির্ভরযোগ্য আইনি পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, কোনো বলপ্রয়োগ বা চাপ সৃষ্টি করা হয়নি।

৩.৩ যদি এমন কোনো পরিস্থিতি আসে, যেখানে একজন মা বা বাবা অথবা দেখাশোনা করার ব্যক্তি যদি শিশু নিগ্রহ করেন , সে ক্ষেত্রে সম্মতি নিতে কি করা প্রয়োজন তা আপনার গবেষণার রূপরেখায় বিবেচনা করা হয়েছিল।

৩.৪ মতদানের সময়ে একটি শিশু কতটা সচ্ছন্দ অনুভব করছে সেটা নির্ভর করে লিঙ্গ , সংস্কৃতি, বয়স ইত্যাদি অনেক কিছুর ওপর। সেগুলির প্রভাব থেকে শিশুকে মুক্ত রাখতে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল।

৩.৫ অংশগ্রহণকারী শিশুদের থেকে অবহিত অনুমতি পেতে একটি বয়স উপযোগী ও শিশু উপযোগী পদ্ধতি কোনো বলপ্রয়োগ বা চাপ সৃষ্টির সম্ভাবনা ছাড়াই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

৩.৬ শিশুটি অংশগ্রহণ করতে চায় কিন্তু তার মা-বাবা চায় না অথবা এই পরিস্থিতির বিপরীত ক্ষেত্রে কি করণীয় তার জন্য একটি সুস্পষ্ট নির্দেশিকা থাকা প্রয়োজন।

৩.৭ গবেষণা প্রকল্পটি প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর সম্মতি ও অনুমোদনের একটি নথি (লিখিত বা গলার স্বর রেকর্ড করে) বজায় রাখা প্রয়োজন (গোপনীয়তা রক্ষা করতে অন্য তথ্য থেকে আলাদা করে রাখা শ্রেয়)।

৩.৮ শিশুদের মা-বাবা অথবা দেখাশোনা করার ব্যক্তিদের থেকে অনুমতি নেওয়ার সময় সুস্পষ্ট কিছু তথ্য লিখিত বা মৌখিক ভাবে জানানো প্রয়োজন (যেমন, গবেষণার উদ্দেশ্যে, সময়সীমা, গোপনীয়তা, কোনো ক্ষতিপূরণ থাকলে তার বিস্তারিত বিবরণ, ফলাফল কিভাবে ব্যবহৃত হবে, কিভাবে প্রত্যাহার বা অভিযোগ করতে হবে)।

৩.৯ শিশুদের থেকে অনুমতি নেওয়ার সময় সুস্পষ্ট, বয়স উপযোগী কিছু তথ্য লিখিত বা মৌখিক ভাবে জানানো প্রয়োজন (যেমন, গবেষণার উদ্দেশ্যে, সময়সীমা, গোপনীয়তা, কোনো ক্ষতিপূরণ থাকলে তার বিস্তারিত বিবরণ, ফলাফল কিভাবে ব্যবহৃত হবে, কিভাবে প্রত্যাহার বা অভিযোগ করতে হবে)।

৫ উদাহরণ স্বরূপ, বিশ্ব স্বাস্থ সংস্থা (WHO) এই নির্দেশ করে, যৌন স্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণার জন্য যদি আইনি বিধান না থাকে, তাহলে যে সব কিশোর-কিশোরী যারা যৌন স্বাস্থ্য বিষয়ক কিছু গবেষণার উদ্দেশ্য বুঝতে যথেষ্ট সক্ষম, তাদেরকে নিজেদের হয়ে সম্মতি দেওয়ার ক্ষেত্রে সুপরিণত হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। WHO (2019), Conducting research on reproduction health involving adolescents.

শিশু সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী শিশুদের থেকে 'অনুমোদন' নেওয়াটি সবসময় আইনত প্রয়োজনীয় না হলেও নীতিগত ভাবে প্রয়োজন। 'অনুমোদন' নেওয়ার অর্থ আনুষ্ঠানিক ভাবে শিশুটির থেকে অনুমতি নেওয়া যে তারা অংশগ্রহণ করতে চায় (এটি শুধু ধরে নিলে চলবে না যে তাদের মা-বাবা/দেখাশোনা করার ব্যক্তি অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন মানেই শিশুরাও অংশগ্রহণ করতে চায়)। শিশুদের যেমন অংশগ্রহণের অধিকার আছে তেমন এটি বেছে নেওয়ার অধিকারও আছে যে তারা তাদের মত প্রকাশ করবে কি করবে না.[৬] এর অর্থ হল "শিশুটিকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করার জন্যে অন্যায় ভাবে চাপের মুখে ফেলা চলবে না।" [৭]

সম্মতি ও অনুমোদন পেতে হলে আপনাকে সুনিশ্চিত করতে হবে যে শিশুটি এবং তার মা-বাবা/দেখাশোনা করার ব্যক্তি যেন গবেষণাটির বিষয়ে সম্পূর্ণ 'অবহিত' থাকে। শিশুদের ক্ষেত্রে আপনাকে এমন শব্দের ব্যবহার করতে হবে যেটা তাদের বয়স উপযোগী এবং যার মানে তারা সহজেই বুঝতে পারে (এ ক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে তাদের পরিপক্কতা, ভাষার দখল, সম্ভাব্য অক্ষমতা, মানসিক আঘাত এবং তার থেকে সেরে ওঠার বিভিন্ন ধাপ)। এটি সব সময়ে বুঝিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে সম্মতি না দিলে বা তা পরে প্রত্যাহার করে নিলে শিশুটির ওপর বর্তমানে বা ভবিষ্যতে কোনো প্রভাব পড়বে না। সম্মতি মৌখিক (স্পষ্ট আলোচনা করে অথবা উচ্চস্বরে একটি বিবৃতি পাঠ করে) বা লিখিত ভাবে (একটি প্রস্তুত করা ফর্মে) দেওয়া যায়।

৩.১০ আপনি যে তথ্য দেবেন তা পরীক্ষা করে নিশ্চিত করতে হবে যেন তা আপনি যে গোষ্ঠীর সঙ্গে কাজ করছেন তাদের পক্ষে উপযুক্ত হয় ও তারা বুঝতে পারে।

৩.১১ আপনার দেওয়া তথ্য যেন অংশগ্রহণ করার বা পরিষেবার সুবিধা পাওয়া সম্বন্ধে অকারন প্রত্যাশা না জাগায়।

৩.১২ গবেষণার কর্মীদলকে কি উপায়ে সম্মতি/অনুমোদন নিতে হয় সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন।

৩.১৩ গবেষণায় অংশগ্রহণ করতে গেলে যে সব ঝুঁকি উঠে আসে সেগুলি অন্যান্যদের (যেমন, স্থানীয় NGO যারা শিশুদের নিয়ে কাজ করে, কোনো ব্যক্তি যিনি শিশুদের পরিষেবা দেন, বা শিশুরা নিজেরাই) সাথে আলোচনা করে ঠিক করা হয়েছিল এবং এসবগুলি শিশুদের এবং তাদের মা-বাবা/দেখাশোনা করার ব্যক্তিদের কে ভাল করে জানানো হয়েছিল।

৩.১৪ শিশুদের ভাল করে বোঝানো হয়েছিল যে অংশগ্রহন করাটা সম্পূর্ণ তাদের নিজেদের ইচ্ছা এবং গবেষণা চলাকালীন একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যে কোনো মুহূর্তে তারা তাদের দেওয়া তথ্য/ বিবৃতি ইত্যাদি প্রত্যাহার করে নিতে পারে এবং তাতে তাদের ওপর কোনো বিরূপ প্রভাব পড়বে না

৩.১৫ গবেষক দলের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করার জন্যে সব রকম তথ্য অংশগ্রহণকারীদেরকে দেওয়া প্রয়োজন যাতে তারা কিছু প্রশ্ন করতে পারে বা গবেষক দলও আরও কিছু তথ্য পাবার জন্যে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে বা অংশগ্রহণকারী পরবর্তীকালে তাদের দেওয়া তথ্য প্রত্যাহার করতে চাইলেও তা জানাতে পারে।

৩.১৬ অংশগ্রহণকারীরা যে চাপের মুখে পড়ে 'হ্যাঁ' বলেনি তা সুনিশ্চিত করা হয়েছে।

৩.১৭ প্রকল্পটি সম্বন্ধে জানানোর জন্যে একটি উপায় বার করা হয়েছে এবং তারপর অংশগ্রহণ করার আগে প্রাপ্তবয়স্কদের ও শিশুদের ভাবনা-চিন্তা করার জন্যে বা অন্যদের সাথে আলোচনা করার জন্যে যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়েছে।

৩.১৮ সম্মতি নেবার সময়ে অংশগ্রহণকারীদের জানানো হয়েছে যে গবেষণায় আলাপ আলোচনা চলাকালীন তাদের মানসিক কষ্ট হতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে তারা কি ধরনের সাহায্য পেতে পারে সেটাও তাদের জানানো হয়েছে।

৬ Article 12 UN CRC and Committee of the Rights of the Child, (2009). *General comment 12: The right of the child to be heard.* Paragraph 22.

৭ Committee of the Rights of the Child, (2009). *General comment 12: The right of the child to be heard.* Paragraph 22.

৪. একান্ততা এবং গোপনীয়তা (Privacy and Confidentiality)

গবেষণার সমস্ত অংশগ্রহণকারীদের একান্ততা উপভোগ করার অধিকার আছে। সচরাচর একান্ততা এবং গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্য যা যা সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন , শিশু সংক্রান্ত যৌন নিগ্রহ বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে তার চেয়ে অনেক বেশী সাবধান হওয়া দরকার , কারন এই সব তথ্যগুলি আদান-প্রদানের সময় শিশুদের ওপর অনেক বিরূপ প্রভাব পড়তে দেখা যায়। এছাড়াও ব্যক্তিগত খবর ও তথ্য, যেগুলি গবেষণাটির উদ্দেশ্যের জন্যে প্রয়োজনীয় নয়, সেগুলি সংগ্রহ করা থেকে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয় (যেমন, অংশগ্রহণকারীর নির্যাতনের বিবরণ চাওয়ার বদলে তার সুস্থ হয়ে ওঠার বিবরণের দিকে নজর দেওয়া বেশী প্রয়োজন)।

নীতি আধারিত কার্য-সমূহ

৪.১ গবেষণাটির পরিকল্পনা এমন ভাবে করা হয়েছে যাতে শিশুরা গোপনে অংশগ্রহণ করতে পারে, খুব উপযুক্ত কারণ না থাকলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হবে না।

৪.২ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিটি শিশুদের একান্ততা রক্ষা করে, বিশেষত যদি তারা ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ করে (আলোচনার জন্য দলীয় পরিবেশ উপযুক্ত নাও হতে পারে , সেক্ষেত্রে যদি ব্যক্তিগত তথ্য আদানপ্রদান হয় তাহলে একান্ততা রক্ষার জন্যে অতিরিক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে)। শিশুদের সাথে পদ্ধতিগুলির ব্যাপারে আলোচনা করে নেওয়া প্রয়োজন।

৪.৩ গবেষণার স্থানটিকে এমন হতে হবে, যাতে এটি সুনিশ্চিত থাকে যে শিশুদের কথা অন্য কেউ শুনে ফেলবে না বা তাদের লিখিত বিবৃতি অন্য কেউ দেখতে পারবে না।

৪.৪ গবেষণার স্থানটি ব্যক্তিগত হলে তা যেন সুরক্ষার সকল নীতি (সকলের দৃষ্টিগোচর হওয়া, শিশুদেরকে প্রাপ্তবয়স্কদের সাথে একা না রাখা) ও আপনার গবেষণা কর্মসূচীর উপযুক্ত হয়।

৪.৫ ছোট শিশুদের থেকে তথ্য সংগ্রহের সময় একজন বিশ্বাসভাজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়।

৪.৬ গবেষণার স্থানটি যেন দৈবাৎ শিশুদের যৌন নিগ্রহের বিপদে না ফেলে।

৪.৭ অবহিত সম্মতি নেবার সময়ে তথ্যগুলির গোপনীয়তা কতদূর পর্যন্ত রাখা যাবে তা পরিষ্কার ভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে।

৪.৮ একান্ততা এবং গোপনীয়তা সংক্রান্ত কোনো আইনি প্রয়োজনীয়তা (এবং এর সকল সীমাবদ্ধতা, যেমন, বাদ্ধতামূলক প্রতিবেদন) তথ্য সংগ্রাহকদের প্রশিক্ষণের সময় ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

একান্ততা এবং গোপনীয়তা রক্ষার ক্ষেত্রে কিছু ঝুঁকি উঠে আসতে পারে এবং গবেষণা প্রক্রিয়াটি চলাকালীন সেটি মাথায় রাখতে হবে। এগুলির মধ্যে থাকতে পারে নিয়োগ, প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ, ফলাফলের আদান-প্রদান ও প্রচার, তথ্য সংরক্ষণ, তথ্য সম্প্রচার এবং তথ্য সংরক্ষণ করে রাখার নথি, এবং তার নিষ্পত্তির পদ্ধতি ইত্যাদি।

গবেষকদের সব সময়ে গোপনীয়তা বজায় রাখার দিকে নজর রাখা উচিৎ। কিন্তু যখন একটি শিশুর বিপদে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তখন একটি নৈতিক উভয়সঙ্কটে পড়তে হতে পারে কারণ তখন এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে যে সুরক্ষার খাতিরে গোপনীয়তা লঙ্ঘিত হতে পারে। এটি অংশগ্রহণকারী শিশুদেরকে স্বচ্ছভাবে বুঝিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। শিশু সংক্রান্ত অপরাধ ও বেআইনী কার্যকলাপের 'বাধ্যতামূলক প্রতিবেদন'-এর ক্ষেত্রে এটি ভেবে দেখতে হবে যে আমাদের দেশের আইন অনুযায়ী এটা কতটা প্রয়োজন।

৪.৯ অংশগ্রহণকারীদের শনাক্ত করতে পারে এমন কোনো খবর বাকি সব তথ্য বা প্রতিলিপির থেকে আলাদা করে রাখা প্রয়োজন (পৃথক ভাবে ও নিরাপদে রক্ষিত একটি তালিকায় পরিচয়পত্রের নম্বর ব্যবহার করে নাম কে তথ্যের সাথে যুক্ত করা যেতে পারে)।

৪.১০ নিয়ন্ত্রিত ফোল্ডার-এ বৈদ্যুতিন ভাবে (Electronically) তথ্য সংরক্ষিত করতে হবে যার পাসওয়ার্ড শুধুমাত্র গবেষকদের কাছেই থাকবে।

৪.১১ তথ্যের লিখিত বা মুদ্রিত মূল পত্র নিরাপদে তালাবন্ধ সংরক্ষণাগারে রাখা প্রয়োজন।

৪.১২ তথ্যের আদান-প্রদান কখনোই অরক্ষিত পথে, যেমন, ই-মেল বা ক্লাউড স্টোরেজ-এর মাধ্যম হবে না।

৪.১৩ তথ্য বজায় রাখা বা একটি পূর্বনির্ধারিত সময়ের পরে তা নিয়মিত ভাবে বিনষ্ট করে ফেলা প্রয়োজন (প্রকাশিত হওয়ার এক থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে)।

৪.১৪ যাতে কাউকে শনাক্ত করা না যায় তার জন্য গবেষণার লেখনীতে পৃথক পৃথক অংশগ্রহণকারীদের নির্দিষ্ট করতে ভুয়ো নাম বা কোড ব্যবহার করা সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন। প্রয়োজন।

৪.১৫ গবেষণার চূড়ান্ত নথি থেকে অংশগ্রহণকারীদের সরাসরি বা পরোক্ষভাবে শনাক্ত করা যাবে না (যেমন তাদের অবস্থান বা তাদের জাতিগত বৈশিষ্ট যা দিয়ে অংশগ্রহণকারীদেরকে সহজেই চেনা যায়, সেগুলি প্রকাশিত করা হবে না)। অংশগ্রহণকারীরা যাতে শনাক্তযোগ্য না হয় তার জন্য গবেষণার চূড়ান্ত খসড়া গুলি যেন ভালভাবে পর্যালোচিত ও সম্পাদিত হয়।

৫. নির্যাতন ও শোষণ এর ঘটনার সন্দেহ এবং উন্মোচন

শিশুদের যৌন নিগ্রহ বিষয়ক গবেষণা পরিচালনার সময়ে একটি বড় বিপদ এর সম্ভাবনা থাকে। সেটি হল শিশুরা আলাপচারিতার সময়ে তাদের অতীত বা বর্তমানে ঘটে যাওয়া কোনো যৌন নির্যাতনের কথা প্রকাশ করে ফেলতে পারে অথবা তাদের হাবভাব আকার ইঙ্গিত ইত্যাদি প্রতিক্রিয়াগুলি থেকে হয়তো বোঝা যেতে পারে যে তাদের ওপর যৌন নির্যাতন হয়েছে বা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে আপনার কি করণীয় তা আপনি নিশ্চয় বিবেচনা করে রেখেছেন।

'শিশুদের সঠিক স্বার্থ' বিষয়ক নীতিটি অনুসরণ করার সময় (নির্দেশক নিয়মাবলী দ্রষ্টব্য), কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিবেদন পেশ করার বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। বিবেচনা করতে হবে যে 'শিশুদের সঠিক স্বার্থ' বিষয়ক নীতিটির প্রয়োজন তখন পড়বে যখন প্রতিবেদন পেশ করাটি একটি সম্পূর্ণই আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, যেখানে নিগৃহীতরা দুর্বল মানবিক ও সামাজিক পরিণতির শিকার। কর্তৃপক্ষের কাছে বিবৃতি পেশ করার সময়ে, সীমিত বা দুর্বল সাহায্য পরিষেবা থাকার জন্য অথবা কোনো কোনো পরিস্থিতিতে কর্তৃপক্ষ নিজেই অপকর্মের সহযোগী হওয়ার ফলে, শিশুটির সম্ভাব্য ক্ষতি হওয়ার সুযোগ দেখা দিতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে প্রতিবেদন পেশ ভালো করার চেয়ে ক্ষতিই বেশী করে।

নৈতিক কার্য-সমূহ

৫.১ শিশুদেরকে সাহায্য পরিষেবা পেতে নির্দেশক শ করার শএকট সুসকপষক পরকণালী সকাপন করা হয়েছে যা সঠিকব্যবসকা নেওয়ার ক্লকমতা রাখে।

৫.২ ঝুঁকি বা নিগ্রহের সূচক সকল শনাক্ত করতে তথ্য সংগ্রাহকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং তাদের সেই দক্ষতা থাকে যাতে তারা কোনো তথ্য প্রকাশের সময় মানসিক-আঘাত অবহিত, শিশু-কেন্দ্রিক পন্থা ব্যবহার করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারে।

৫.৩ তথ্য সংগ্রহের জন্য সমস্ত অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রক্রিয়া স্থাপন করা হয়েছে এবং তাদের কোনো সমস্যা থাকলে তা তুলে ধরার অনুমতির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৫.৪ সমস্ত তথ্য সংগ্রহকারীদের জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রক্রিয়া স্থাপন করা হয়েছে।

৫.৫ তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে কার্যপ্রণালী কি হবে তা অবহিত সম্মতির তথ্যটি শিশুদের এবং তাদের মা-বাবা/দেখাশোনা করার ব্যক্তিদের কে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে পারে।

৫.৬ আইনিভাবে অবহিত সম্মতির তথ্যটিতে আনুষ্ঠানিক প্রতিবেদন পেশের প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হবে।

৫.৭ জাতীয় প্রসঙ্গে যখন বাধ্যতামূলক প্রতিবেদন পেশের আইনি প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, সমস্ত গবেষণা কর্মীরা তাদের প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতন থাকে।

কিছু কিছু পরিবেশে, প্রতিবেদন পেশ আইনত প্রয়োজনীয় হয় (বাধ্যতামূলক প্রতিবেদন পেশ)। এই সব পরিস্থিতিতে, আপনার গবেষণার রূপরেখার মধ্যে এটিকে বিবেচনা করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, যদি আপনাকে প্রতিবেদন পেশ করতেই হয়, কিন্তু সীমিত বা কোনো সাহায্য পরিসেবা না থাকার ফলে শিশুরা আরো তীব্র হিংসার মুখে পড়তে পারে, সে ক্ষেত্রে আপনার গবেষণায় অংশগ্রহণ করায় তাদের ভালো হবে না বেশী ক্ষতি হবে, সেটি বিবেচনা করতে হবে। যদি শিশুটিকে কোনোভাবেই বিপদজনক পরিস্থিতি সরানো না যায়, তাহলে আপনার গবেষণাকে এর কৈফিয়ৎ দিতে হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, জিজ্ঞাসাবাদের পদ্ধতিগুলি সরাসরি অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত প্রশ্ন না করে পরোক্ষভাবে মনোভাব এবং সামাজিক রীতিগুলির ধারণা সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে পারে। প্রশ্ন করার সময় শিশুটিকে ও তার মা-বাবা/দেখাশোনা করার ব্যক্তিকে অভিজ্ঞতা প্রকাশের সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলি সম্বন্ধে পরিষ্কার করে দেওয়া প্রয়োজন যাতে তারা তা স্বত্বেও সরাসরি তথ্য প্রকাশ করতে চায় কিনা তা বিবেচনা করতে পারে।

পরোক্ষ পন্থা অবলম্বন করার ক্ষেত্রেও এটা দেখতে হবে যে, আপনার গবেষণা প্রকল্পটি যাতে অংশগ্রহণকারীদের উপযুক্ত পরিসেবাগুলি থেকে সুনিশ্চিত ভাবে সাহায্য করতে পারে, যদিও তারা সরাসরি তথ্য প্রকাশ নাও করে। আনুষ্ঠানিক ও অনআনুষ্ঠানিক, দুরকম প্রতিবেদন পেশের সুস্পষ্ট পদ্ধতি শিশুদের যৌন নিগ্রহ সংক্রান্ত সকল গবেষণা প্রকল্পের অন্তর্গত থাকা প্রয়োজনীয়।

৫.৮ যে সব অংশগ্রহণকারী শিশুদের বিপদগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি আছে, তাদের শনাক্ত করতে একটি ‘রেড ফ্ল্যাগ’ সাবধানতা ব্যবস্থা বর্তমান।

৫.৯ তথ্য সংগ্রাহক সহ সব গবেষক দল শিশু বিকাশ ও মানসিক-আঘাত সংক্রান্ত অবহিত অনুশীলনের ব্যাপারে সচেতন। এছাড়াও উদ্বেগ-জনিত প্রতিক্রিয়া, যেমন অব্যক্ত আদান-প্রদান, শনাক্ত করতে তারা সক্ষম যাতে তারা নির্ণয় করতে পারে কখন গবেষণা কার্যকলাপ, যা কিনা মানসিক আঘাত ঘটাতে পারে, বন্ধ করা প্রয়োজন।

৫.১০ যদি এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে থাকে যে অংশগ্রহণকারীর অনুমতি ছাড়া নিগ্রহ বা নির্যাতনের তথ্য প্রকাশ করা হবে না তাহলে বাধ্যতামূলক প্রতিবেদনের কোনো আইনি বন্দোবস্ত থেকে আনুষ্ঠানিক ছাড়পত্র পেতে হবে।

৫.১১ সমস্ত সুপারিশের বিশদ বিবরণ অংশগ্রহণকারীদের দেওয়া প্রয়োজন যদিও তারা সরাসরি তথ্য প্রকাশ নাও করে (যাতে শিশুদেরকে তথ্য সরবরাহ করতে জোর না করা হয়)। এই তথ্যগুলি অন্যান্য তথ্যের সাথে শিশুটিকে জানানো দরকার যাতে সে আক্রান্তকারীর বিষয়ে তথ্য প্রকাশ করতে গিয়ে বিপদে না পড়ে।

৫.১২ গবেষণাটি যদি এইভাবে পরিকল্পনা করা হয় যাতে নামহীন ভাবে অংশগ্রহণ করায় অনুমতি দিতে পারে, তাহলে যে সব তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে জরুরী দৃষ্টিপাতের প্রয়োজন আছে, তার প্রতি সুবিচার করতে সকল পদ্ধতি বর্তমান।

৫. পারিশ্রমিক এবং ক্ষতিপূরণ

শিশুদের নিয়ে গবেষণা করার সময় পারিশ্রমিক (নগদে অথবা কোনও জিনিস দিয়ে) এর বিষয় টা খুব সাবধানের বিবেচনা করা উচিৎ। গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের যে কোনো খরচ, যেমন যাতায়াতের খরচ, পরিশোধ করে দেওয়া প্রয়োজন। অংশগ্রহণকারীদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য খাবার ও পানিয়ও সরবরাহ করা উচিৎ। গবেষণায় অংশগ্রহণের জন্য যে সময়টা তারা ব্যয় করছে তার জন্যে পারিশ্রমিক দেওয়া টা না করলেই ভাল। কারণ তাতে মনে হতে পারে যে টাকা দিয়ে গবেষণায় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এমন এবং তা থেকে স্বার্থের সংঘাতও ঘটতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে প্রশংসার প্রতীক হিসাবে সামান্য কোনো উপহার (যেমন প্রসাধন সামগ্রী) দেওয়া যেতে পারে।

নীতি আধারিত কার্য-সমূহ

৬.১ অংশগ্রহণকারী দের ক্ষতিপূরণ দেওয়া উপযুক্ত কিনা তা বিচার করে দেখা প্রয়োজন।

৬.২ সঠিক কোনো কারণ ছাড়া* ‘উৎসাহ-দায়ক পারিশ্রমিক’ দেওয়া থেকে বিরত থাকা উচিৎ।

৬.৩ অভিপ্রেত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সময় সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশ বিবেচনা করা দরকার ও এই ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের বা যারা বিপদ থেকে উদ্ধার হয়েছে তাদের সাথে যথেষ্ট আলোচনা করা প্রয়োজন।

৬.৪ পারিশ্রমিকের প্রকার নির্ধারণ করা প্রয়োজন (উদাহরণ স্বরূপ,গিফ্ট কার্ড, খাদ্য সামগ্রী, কোনো উপহার সামগ্রী, লেখাপড়ার সরঞ্জাম) এবং এগুলি কারা পাবে তাও নির্ধারণ করা প্রয়োজন – শিশুটি, তার মা-বাবা, অভিভাবক(রা) অথবা সম্প্রদায়।

৬.৫ ভেবে দেখা প্রয়োজন কখন এবং কিভাবে পারিশ্রমিক সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করা হবে (সম্মতি দেওয়ার প্রক্রিয়ায়, শিশুরা অংশগ্রহণ করতে রাজি হওয়ার পরে অথবা গবেষণার শেষে?)

আপনার গবেষণা প্রকল্পটি শিশুদের জড়িত করার সমস্ত খরচের জন্য বাজেট তৈরী করে রাখতে সক্ষম যেমন শিশুদের সাথে যোগাযোগ করতে যাতায়াত, থাকা, খাওয়া, দোভাষীর প্রয়োজন, যথাযথ শিশু-উপযোগী স্থান, সরঞ্জাম (উদাহরণ স্বরূপ, 'প্লে থেরাপি' সরঞ্জাম), কর্মীদলের সময় এবং বাইরে থেকে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ।

অংশগ্রহণকারীদের পারিশ্রমিক প্রদানের জন্য স্থানীয় বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনা করে উপযোগীতা সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন। ক্ষতিপূরণের বিবেচনা যেন এইটি সুনিশ্চিত করে যে, অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কোনো হিংসা বা সংঘাত না ঘটে এবং যাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি তাদের আয়ের যাতে কোনো ক্ষতি না হয় সে বিষয়ে মধ্যস্থতা করে এবং এইটি সুনিশ্চিত করে যে তারা অর্থের জন্যই যেন যোগদান করতে উৎসাহিত না হয় বা অসত্য তথ্য প্রদান না করে।

৬.৬ পারিশ্রমিক যেন অযথা অংশগ্রহণের সিদ্ধান্তের ওপর প্রভাব না ফেলে।

৬.৭ গবেষণায় অংশগ্রহণ করার অর্থ এই নয় যে আয়ের বা শিশুটির অন্যান্য প্রয়োজনীয় দৈনিক কার্যকলাপের, যেমন লেখাপড়া ইত্যাদি, ক্ষতি হওয়া।

৬.৮ শিশুদের জড়িত করার সমস্ত খরচ বিবেচনা করা প্রয়োজন (উদাহরণ স্বরূপ, শিশুদের সাথে যোগাযোগ করতে যাতায়াত, থাকা, খাওয়া, দোভাষীর প্রয়োজন, স্থান, সরঞ্জাম ইত্যাদির খরচ)।

* শিশুদের গবেষণায় অংশগ্রহণ করায় উৎসাহ দিতে উৎসাহ-দায়ক পারিশ্রমিকের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এইটি হয় নগদ টাকায় অথবা বিকল্প হিসাবে ভাউচার-এ দেওয়া যেতে পারে। প্ররোচনার ব্যবহার করে গবেষণায় অংশগ্রহণ করা বিতর্কমূলক। দ্রষ্টব্য -Graham, A., Powell, M., Taylor, N., Anderson, D. & Fitzgerald, R. (2013). Ethical Research Involving Children. Florence: UNICEF Office of Research – Innocenti; p.89.

৭. স্বার্থের সংঘাত

যখনই কোনো গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়, সব সময় স্বার্থের সম্ভাব্য সংঘাত দেখা দেয় যা গবেষণার ফলাফলকে প্রভাবিত করতে অথবা ভুল বর্ণনা করতে পারে। সব থেকে প্রচলিত স্বার্থের সংঘাত হল আর্থিক। এমন হতে পারে যে গবেষণার পরিকল্পনা করা হয়েছে শুধুমাত্র কোনো বিশেষ দাতার অনুরোধে নয়ত বা সম্ভাব্য দাতার আর্থিক সাহায্যে ফলাফলের পরিণতি নিয়ে এগিয়ে যেতে।

নীতি আধারিত কার্য-সমূহ

৭.১ যে কোনো সম্ভাব্য স্বার্থের সংঘাত শনাক্ত করে আপনার গবেষণার রূপরেখায় বর্ণনা করা হয়েছে এবং তা কি ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় তার একটি প্রক্রিয়াও ঠিক করা হয়েছে।

৭.২ গবেষক দলের কোনো নিজস্ব মতামত থাকবে না যা কোনো প্রভেদ তৈরী করে বা যা প্রকৃতি সমস্যা নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে সরাসরি বিরোধ সৃষ্টি করে।

৭.৩ দাতারা গবেষণা পরিকল্পনায় তথ্য প্রদান করে থাকলেও তাদের তথ্য বিশ্লেষণ করতে জড়িত করা যাবে না।

সংঘাত অন্যান্য প্রতিযোগী স্বার্থের থেকে উঠে আসতে পারে, যেমন, পেশার অগ্রগতি, সহকর্মী বা বন্ধুদের প্রতি অঙ্গীকার অথবা গবেষকের ‘অবস্থানগত সমস্যা’। (অবস্থানগত সমস্যার অর্থ হল সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রভাব যা গবেষণার ফলাফলকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করতে আমাদের ব্যক্তিগত ভাবে বাধ্য করে।)

৭.৪ কোনো স্বার্থের সংঘাত থেকে প্রতিরোধ করতে তৃতীয়পক্ষ পর্যালোচনার একটি প্রক্রিয়া বর্তমান।

৭.৫ গবেষণার সমস্ত ফলাফলের বিবৃতি যথাযথভাবে ও সততা বজায় রেখে পেশ করতে হবে (অপরের লেখা চুরি করা, ফলাফল আবিষ্কার করা, ফলাফল নিয়ন্ত্রিত করা এবং পক্ষপাতিত্ব করা কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নয়)।

ধাপ ৩ : ক্ষতি এবং লাভ-এর বিশ্লেষণ

যেহেতু আপনি নীতি আধারিত কার্য-সমূহ বিবেচনা করেছেন, এবার পরবর্তী প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে আপনার গবেষণার সম্ভাব্য ভালো এবং খারাপ প্রভাব গুলি শনাক্ত ও মূল্যায়ন করার কাজ টি করতে হবে। যা যা লাভ ও সম্ভাব্য ক্ষতি হতে পারে বলে আপনি ভাবতে পারেন, সে গুলো নিয়ে বিশদ ভাবে আলোচনা করতে হবে। তারপর সামগ্রিক ভাবে লাভ ও ক্ষতির একটি তুল্যমূল্য বিচার করতে হবে।

ক) সারণীটি ব্যবহার করে আপনার গবেষণার সব সম্ভাব্য ক্ষতি এবং লাভ এর একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

খ) সেই সব পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করুন যা লাভ বৃদ্ধি করে এবং ক্ষতি কমিয়ে একটি সমতা নিয়ে আসে।

গ) ক্ষতির মোকাবেলা করতে (সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে) আপনার পদ্ধতিগুলি কতটা কার্যকরী তা মূল্যায়ন করুন।

ঘ) সারণীটি মিলিয়ে দেখুন :

- আপনি যদি ইতিবাচক সংখ্যা পান এবং আপনার তালিকাভুক্ত ক্ষতিগুলি যদি "খুব কম" / "কম" হয়, তাহলে অগ্রসর হন।
- আপনি যদি নেতিবাচক সংখ্যা পান এবং ক্ষতিগুলি যদি "মাঝারি" / "অনেক" হয়, বিবেচনা করে দেখুন , কোনো পরিবর্তন আনতে পারেন কিনা, নয়ত এই গবেষণা নিয়ে অগ্রসর হবেন না।

ধাপ ৪ : তৃতীয় পক্ষ দ্বারা পর্যালোচনা

নীতি আধারিত পদ্ধতি মেনে গবেষণা করলেও শেষ অবধি এর ফলাফলে ব্যক্তিগত মূল্যবোধ ও বিচারবোধ চলে আসতে পারে এবং সেই কারনে এই গবেষণার ফলাফলকে নানা লোক নানা ভাবে ব্যাখা করতে পারে। এমনকি শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থের নীতিটি ও নানা প্রশ্নের মুখে পড়তে পারে। এই ক্ষেত্রে অন্যান্যদের দ্বারা পর্যালোচনা (তৃতীয় পক্ষ দ্বারা পর্যালোচনা) সাহায্য করতে পারে। কিছু দেশে সেই দেশের আইন অনুযায়ী আপনাকে আগের থেকেই গবেষণার রূপরেখাটি একটি ইন্সটিটিউশানাল রিভিউ বোর্ড (শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বা সরকারী) - এর কাছে জমা করতে হয়। যদি আপনার জন্যে এমন আইনি বাধ্যতা না থাকে, তাহলেও আপনি অন্যান্যদের দিয়ে পর্যালোচনা করিয়ে নিতে পারেন – একটি কমিটি বা বাইরের বিশেষজ্ঞ দলকে দিয়ে, যারা আপনাকে সহায়ক ও গঠনমূলক মতামত দিতে পারবে (কখনো তাদেরকে রিসার্চ এডভাইজারি কমিটি বলা হয়)।

এইসব কমিটিগুলির কাজ হল এক বা একাধিক গবেষণা প্রকল্পকে সাহায্য করা। কমিটির মধ্যে কিছু বিশেষজ্ঞ, শিশু সুরক্ষা বিষয়ক পেশাদারী ব্যক্তি, গবেষণা ও শিক্ষা সংক্রান্ত দক্ষ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। তারা দূরবর্তী স্থান থেকে কাজ করতে পারেন বা আপনার সাথে ব্যক্তিগত ভাবে দেখা করে আপনার গবেষণা পরিকল্পনা এবং ঝুঁকি-সুবিধা বিশ্লেষণ সারণীর (রিস্ক-বেনিফিট এনালিসিস টেবিল) পর্যালোচনা করে মতামত দিতে পারেন।

সংযুক্তি : ক্ষতি এবং লাভ-এর সারণী

পরিণতির পাশে চিহ্নিত বক্সে নিম্নোক্ত সংখ্যাগুলির থেকে বেছে নিন	
১ খুব কম	৩ মাঝারি
২ কম	৪ অনেক

লাভ

সামাজিক _____ লাভ বর্ধিত করার নীতি কৌশল : _____

পরিণতি

অর্থনৈতিক _____ লাভ বর্ধিত করার নীতি কৌশল : _____

পরিণতি

মনস্তাত্ত্বিক _____ লাভ বর্ধিত করার নীতি কৌশল : _____

পরিণতি

আইনগত _____ লাভ বর্ধিত করার নীতি কৌশল : _____

পরিণতি

রাজনৈতিক _____ লাভ বর্ধিত করার নীতি কৌশল : _____

পরিণতি

অন্যান্য _____ লাভ বর্ধিত করার নীতি কৌশল : _____

পরিণতি

সর্বমোট

ক্ষতি

সামাজিক _____ ক্ষতি কমানোর নীতি কৌশল :_____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

পরিণতি

অর্থনৈতিক _____ ক্ষতি কমানোর নীতি কৌশল :_____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

পরিণতি

মনস্তাত্ত্বিক _____ ক্ষতি কমানোর নীতি কৌশল :_____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

পরিণতি

আইনগত _____ ক্ষতি কমানোর নীতি কৌশল :_____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

পরিণতি

রাজনৈতিক_____ ক্ষতি কমানোর নীতি কৌশল :_____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

পরিণতি

অন্যান্য _____ ক্ষতি কমানোর নীতি কৌশল :_____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

পরিণতি

সর্বমোট

লাভ বিয়োগ ক্ষতি — =

328/1, Phyaya Thai Road, Ratchathewi,
Bangkok, 10400 Thailand
ফোন : +৬৬২ ২১৫ ৩৩৮৮
ই-মেল :info@ecpat.org
ওয়েবসাইট :www.ecpat.orgঅ